Evaluate the importance of archaeology for the reconstruction of early Indian history?

"ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি

যেখানে স্থাপত্য ছিল সেখানে আজ সুরঙ্গ...."

"ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে"

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কবিতার মধ্যে আসলে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্যের যে সমৃদ্ধ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতেই প্রাচীন ভারতীয় বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সাহিত্যিক গিলবার্ট কেইট চেস্টারটান এর সুর "**architecture is a very good test of the true strength of a society**." এই আঙ্গিকেই বলা যায়, প্রাচীন অখণ্ড ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যে মেলবন্ধন, তারই এক অনাবিল বহিঃপ্রকাশ ছিল প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্য। যা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

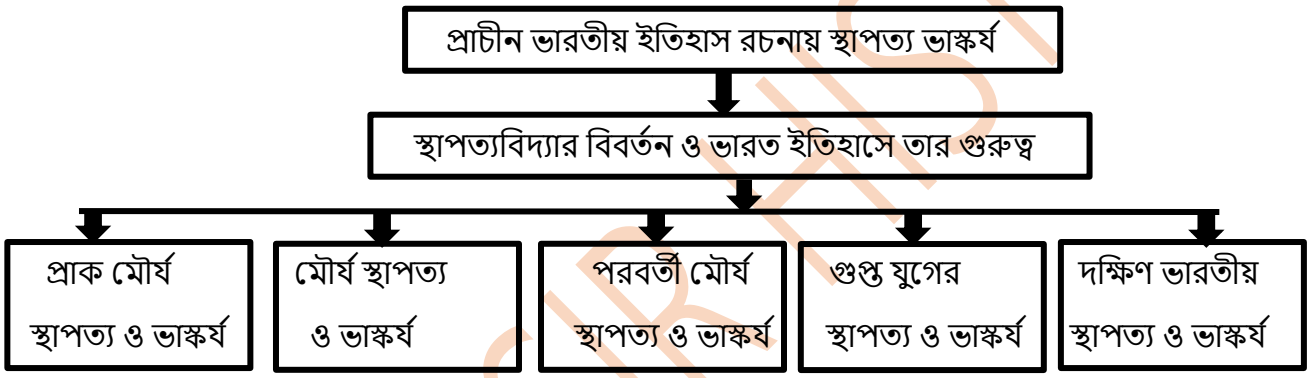

প্রাক মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:

প্রাক-ইতিহাস ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য - প্রাক ইতিহাস পর্বে ভারতীয় স্থাপত্য পর্বের নমুনা তেমন চোখে না পড়লেও, মধ্য প্রস্তর যুগের ভীমবেটকা গুহাচিত্র বা মোরহানা/আদমগড় পাহাড়ের গুহাচিত্র নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের এক সমৃদ্ধ ধারণা বহন করে।

প্রায়-ইতিহাস পর্ব থেকে ঐতিহাসিক পর্বের ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য- হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক জীবনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নিঃসন্দেহে প্রায়-ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাসের স্থাপত্যবিদ্যার সুনিপুন ভাবনার পরিচায়ক।

পাশাপাশি রাজগৃহ তে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে নির্মিত একটি স্থাপত্য, যেটি সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে তাকে ফারগুসনের মতো ঐতিহাসিক **অশোকের পূর্ববর্তী প্রস্তর স্থাপত্যের একমাত্র নিদর্শন** হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:

মৌর্য স্থাপত্য- পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, সারনাথের একশিলা বেষ্টনী, বুদ্ধগয়ার বোধিমন্ড, গয়া জেলার বারাবার ও নাগার্জনী পাহাড়ের গুহাবাসগুলি লেখচিত্র ও লেখরিক্ত স্তম্ভগুলি মৌর্য স্থাপত্য শিল্পের অনন্য সুন্দর নিদর্শন।

RAHUL SIR HISTORY

মৌর্য ভাস্কর্য- অশোক চক্র, অশোক স্তম্ভ, সাঁচি স্তুপ ও তোরণের গায়ে অলংকরণ প্রভৃতি ছিল মৌর্য ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতো পন্ডিতরা মৌর্য ভাস্কর্যে গ্রীক ও ভারতীয় প্রভাবের সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

পরবর্তী মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:

ভারহুত, বুদ্ধগয়া, মথুরা ও গান্ধার শিল্পনীতি - মৌর্য পরবর্তী ভারতবর্ষে উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতি

অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোন্ডা - মৌর্য পরবর্তী ভারতবর্ষে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পরীতি।

গান্ধার শিল্পরীতি - আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা **এই শিল্পরীতির হাত ছিল গ্রীকের কিন্তু হৃদয় ছিল ভারতীয়।**

গুপ্ত যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:

অজন্তা ও ইলোরার গুহা মন্দির - স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে "সুবর্ণ যুগ" বলা হয়ে থাকে। অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র গুলি ছিল গুপ্তচিত্র কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সাঁচি ও দেওঘরের মন্দির স্থাপত্য - গুপ্ত যুগে সাঁচি ও দেওঘরের মন্দির স্থাপত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্প নমুনা ছিল অসাধারণ ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে তার ভূমিকাও ছিল অপরিসীম।

ভিতরগাঁও মন্দির স্থাপত্য - এই মন্দির স্থাপত্যটি ইটের তৈরি। সাধারণত গুপ্ত যুগে ইটের তৈরি মন্দির স্থাপত্য হিসেবে এই স্থাপত্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিহার্য।

দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:

স্থাপত্যগত দিক থেকে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্প রীতিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

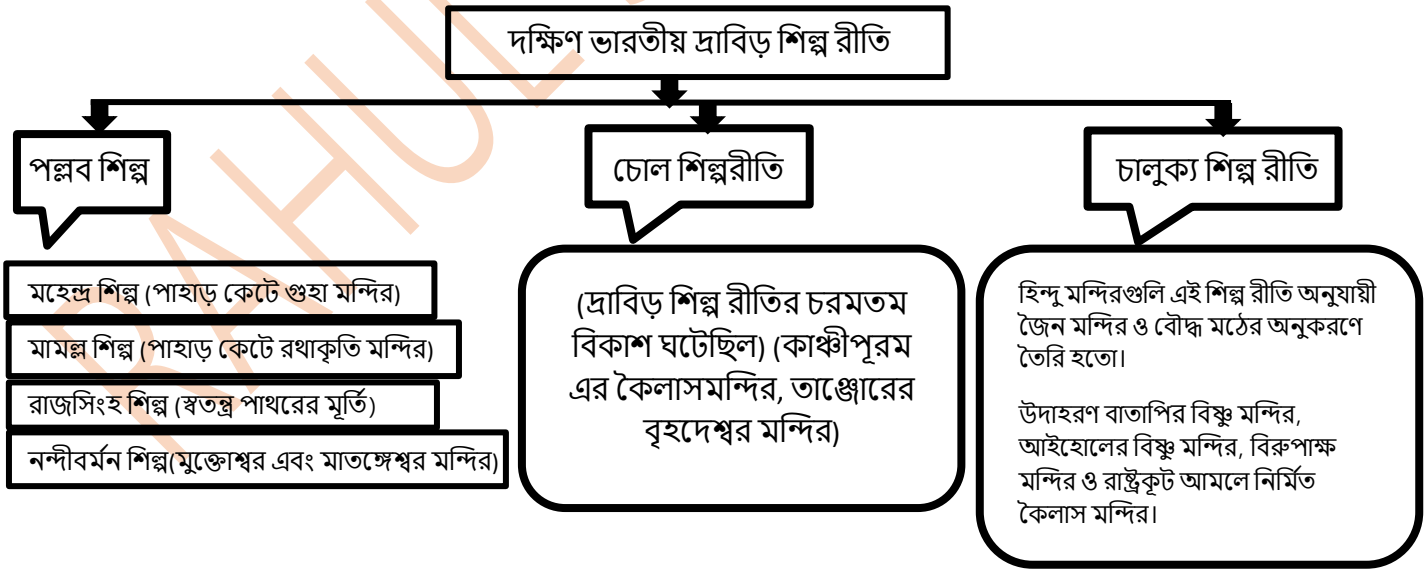

মূল্যায়ন –

অতএব সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্যের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে পক্ষপাতহীন সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে, তার এক সঙ্গী হল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। আসলে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইঁট -কাঠ পাঁজরে ইতিহাস যে

RAHUL SIR HISTORY

ফিসফিস করে কথা বলে, তার নিরিখে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ও পুনর্নির্মাণে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ভূমিকা বা অবদান সর্বজনবিদিত।

RAHUL SIR HISTORY

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক উপাদান

"রণধারা বাহি জয় গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সূর"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই চারটে লাইনের মধ্যে আসলে ভারতীয় সংস্কৃতির যে সমন্বয় ভাবনাটি রয়েছে তারই যথাযথ অনুরণণ দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে আসলে "**literature is the criticism of life and mirror of society**" - এই বাক্যটির মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের - যুগলবন্দি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক উপাদানকে আমরা নিম্নলিখিত আকারে দেখতে পারি:

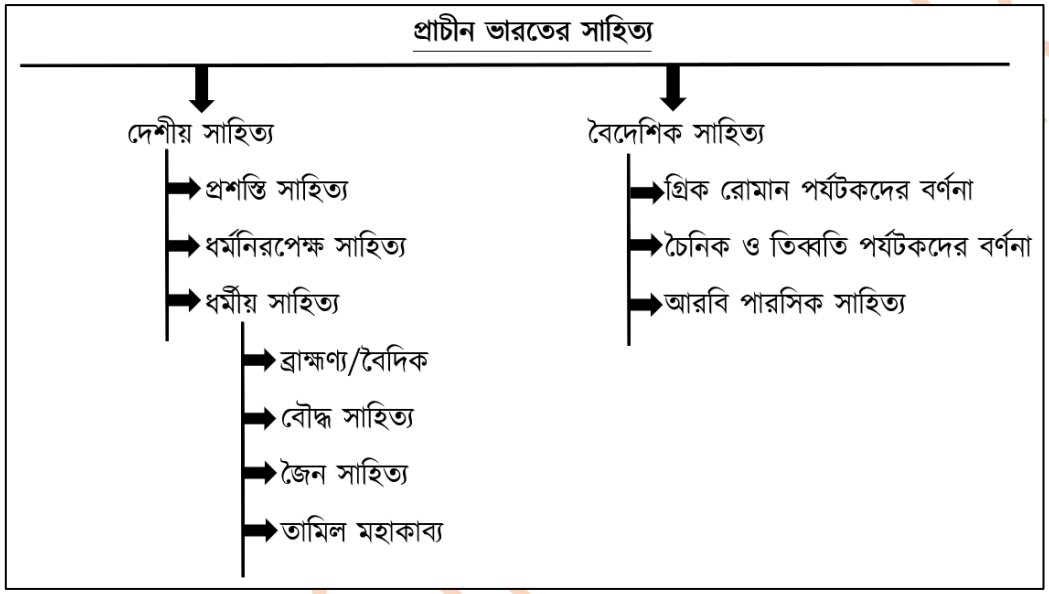

দেশীয় সাহিত্য
ধর্মীয় সাহিত্য

ব্রাহ্মণ্য/বৈদিক বৈদিক সাহিত্য: বৈদিক সাহিত্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আর্য সভ্যতার ক্রমবিস্তারের কাহিনী, আর্য অনার্য সংস্কৃতির মিলনে বিবর্তিত পল্লবীত ভারতীয় সমাজ রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়তা করে। আবার বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে; যেমন- রামায়ণ, মহাভারত (মহাকাব্য), পুরান (মূলত প্রাচীন ভারতের সামাজিক বিন্যাসের কথা জানা যায়), স্মৃতিশাস্ত্র (প্রাচীন ভারতীয় বিচারব্যবস্থা কত জানা যায়)।

বৌদ্ধ সাহিত্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় বৌদ্ধ সাহিত্যের ভূমিকা থেকে সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের পাশাপাশি জাতিভেদ প্রথাভিত্তিক বৈদিক সমাজের যে পরিবর্তন ঘটল গৌতম বুদ্ধের হাত ধরে তার এক জীবন্ত দলিল এই বৌদ্ধ সাহিত্য গুলি। মূলত জাতক গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্মের বিষয় গ্রন্থ, কিংবা বৌদ্ধ Hagiography যেমন ললিত বিস্তার নিদান কথা থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকের উত্তর ভারতের সামগ্রিক জীবনযাত্রার বর্ণনা জানা যায়।

জৈনগ্রন্থ: গুলির মধ্যে অন্যতম হলো ভগবতিসূত্র, কলাসূত্র পরিশিষ্টপার্বণ ইত্যাদি। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপার্বণে কিংবা জিনসেনের জৈনহরিবংশ বা যতিবিষভের তিলোয়পন্নতি তে ষোড়শ মহাজনপদ সম্পর্কিত রাজনৈতিক বর্ণনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি মৌর্য সাম্রাজ্যের অনেক অজানা বিষয়ের দিকের প্রতিও আলোকপাত করে।

তামিল মহাকাব্য: মনিমেকলাই, শিল্লাপিদিকরম তামিল ভূমির এই দুই মহাকাব্য থেকে তামিল দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির যে ছবি পাওয়া যায় তা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও মেলেনা তাই প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে যেমন ইলিয়াড ও ওডিসি তেমনি প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও মনিমেকলাই, শিল্লাপিদিকরম

দেশীয় সাহিত্য

প্রশস্তি সাহিত্য/চরিত সাহিত্য

প্রাচীন ভারতের প্রশস্তি সাহিত্য কলা গুলির মধ্যে অন্যতম হলো-

- **এলাহাবাদ প্রশস্তি (চম্পুকাব্যের রচয়িতা হরিসেন)**
- **আইহোল প্রশস্তি (জৈন কবির রবিকীর্তি)**
- **নাসিক প্রশস্তি (গৌতমি বলশ্রী)**
- **নবসাহমাঙ্ক চরিত (পদ্মগুপ্ত)**
- **রামচরিত (সন্ধ্যাকর নন্দী)**
- **বুদ্ধচরিত (অশ্বঘোষ)**

এই প্রশস্তি বা চরিত সাহিত্য গুলি হয়তো ঐতিহাসিক দিক থেকে এক পেশে পক্ষপাত দুষ্ট ভাবনা থেকে রচিত কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনের উত্থান ও পতনের একটি সাক্ষাৎ দলিল হিসেবে এই সাহিত্য গুলির ভূমিকা অপরিসীম।

দেশীয় সাহিত্য

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যগুলির গুরুত্ব অনষীকার্য। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র, কিংবা বিশদ দপ্তর শুধু মুদ্রারাক্ষস অথবা কলহলে রাজতরঙ্গিনী থেকে প্রাচীন ভারতের এক পক্ষপাতহীন বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের যে চিত্র পাওয়া যায় তার দ্বারা প্রাচীন ভারতের এক নিরপেক্ষ ইতিহাস ভাবনা গড়ে তোলা যায়। আসলে এই ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যগুলির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এগুলি কোন মতে কোনরকম ধর্মীয় ভাবনা বা রাজপৃষ্ঠপোষকতার স্তাবকবৃত্তির সাহিত্য নয়- তাই ইতিহাস রচনায় এই গোত্রের সাহিত্য গুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

তামিল সাহিত্য: প্রাচীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যগুলির তালিকায় রয়েছে তামিল সাহিত্য গুলি যথা সঙ্গম সাহিত্য-

(i) আহাম সঙ্গম সাহিত্য (রোমান্টিক কাব্য)

(ii) পুরম সঙ্গম সাহিত্য (সামরিক কাব্য)

অতএব তামিল দেশের এই সাহিত্য গুলি থেকে তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের সামাজিক সামরিক জীবনের এক আলেখ্য বিবরণ পাওয়া যায়.

বৈদেশিক সাহিত্য

গ্রীক ও রোমান পর্যটকদের বর্ণনা -

(i) হেরোডোটাস ও টিসিয়াস : এই দুজন গ্রিক ঐতিহাসিক ভারতে আসেননি ঠিকই কিন্তু ভারত সম্পর্কে তারা যা বলেছেন তা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) ওনেসিক্রিটাস, নিয়ারকাস, এরিস্টোবিলাস এই তিনজন গ্রিক পর্যটক আলেকজান্ডারের পথে ভারতে আসেন এবং তাদের রচনার উপর ভিত্তি করেই মেগাস্থিনিস রচনা করেন ইন্ডিকা (যেখান থেকে আমরা মৌর্য আমলের ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সন্ধান পায়)।

(iii) অ্যারিয়ান এর অ্যামাবেসিস, জাস্টিনের এপিটোম, প্লিনির ন্যাচারাল হিস্ট্রি, স্ট্রাবোর ভূগোল, এই গ্রন্থ গুলি থেকেও আমরা মৌর্য পরবর্তী ভারতবর্ষের এক সামগ্রিক জীবনযাত্রার সন্ধান।

(IV) পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি- নাম গোত্রহীন এক গ্রিক নাবিক এর লেখা গ্রন্থ থেকে আমরা: প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের এক মনোজ্ঞ বিবরণ পায়।

চীনা ও তিব্বতি পর্যটকদের বর্ণনা- ফা হিয়েন রচিত ফো কুও কি, হিওয়েন সাং রচিত সি ইউ কি গ্রন্থ গুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব গ্রিক ও রোমান সাহিত্য গুলি থেকে অনেক বেশি কারণ ফা হিয়েন হিওয়েন সাং দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করার ফলে তাদের রচনায় তৎকালীন ভারত রাষ্ট্রের যে বাস্তব রূপচিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

আবার ইত-শিং এর বর্ণনা বা তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথের রচনায় "ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস" অনুরূপভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আরবি ও ফার্সি সাহিত্য-

আরবি পর্যটক সুলেমান যিনি পাল রাজা দেবপালের সময় ভারতে আসেন তার বিবরণে পাল প্রতিহার রাজ্যের আর্থ ও সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মুরাজ উল জহাব- আল মাসুদ ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ থেকে প্রতিহাররাজ মহিপালের রাজত্বের এক চিত্রকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়।

RAHUL SIR HISTORY

তহকিক ই হিন্দ - আল বিরুনী ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থ থেকে ভারতীয়দের ধর্ম, সাহিত্য দর্শন সমাজ ব্যবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞান।
তবাকত ই নাসিরি- মিনহাজ উস সিরাজ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের শেষপর্ব অর্থাৎ হিন্দু শক্তির পতন ও ইসলামিক শক্তির জয়যাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত এই গ্রন্থ থেকে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের পরিবর্তিত রাজনৈতিক সামাজিক চিত্রের এক প্রামাণিক বর্ণনা পায়।

মূল্যায়ন:
অতএব সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে ও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যের এক অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে, হয়তো কোথাও কোথাও এই সাহিত্যিক বর্ণনার মাঝে অতিরঞ্জন আছে অকারণস্তাবকতা আছে কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক রাজনৈতিক জীবন দর্শনের যে বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।।

RAHUL SIR HISTORY

Determine the importance of epigraphy for writing ancient Indian history?

সামন্তবাদী ভারতের ইতিহাস রচনায় লেখমালা হচ্ছে ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উৎস, কারণ **ইতিহাসের বিমূর্ত চেতনার এক অনির্বাণ সাক্ষী হল এই লেখমালা।** আর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই লেখমালা যেমন একদিকে অতীত সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার একটি পুঞ্জিভূত অধ্যায়, ঠিক তেমনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অন্যতম দাবিদার। **তাই লেখমালাকে একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্রের মধ্যে না রেখে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীচরিত্রে রাখার পক্ষপাতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ।**

তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখমালা গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণী চরিত্রে বিভক্ত করতে পারি

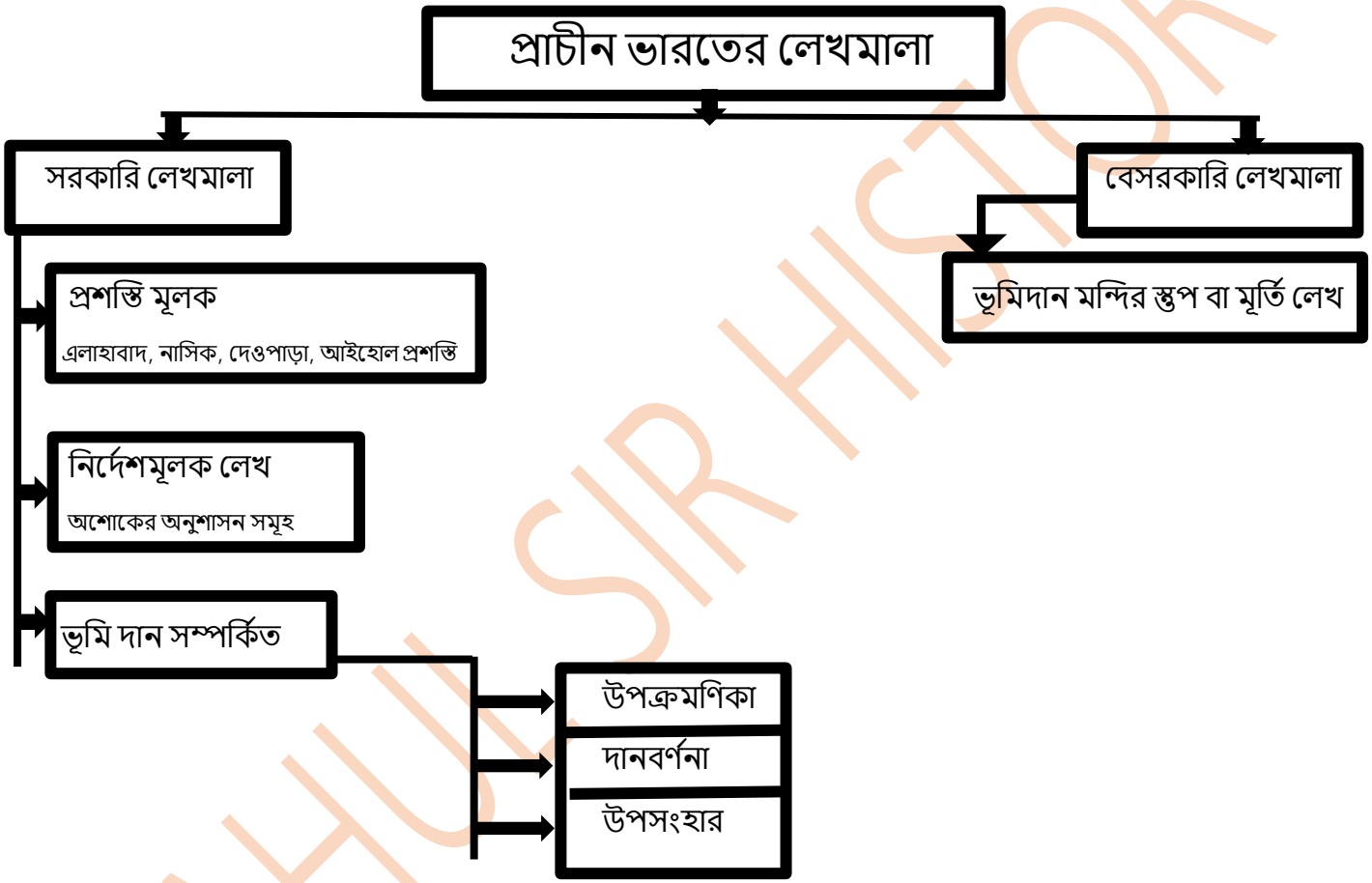

সরকারি লেখমালা

প্রশস্তিবাচক লেখমালা -- এই প্রসস্তি বাচক লেখমালা গুলির বেশিরভাগই ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে বড্ড একপেশে এবং পক্ষপাত মূলক। রাজ পৃষ্ঠপোষকতার সরাসরি বদান্যতায় রচিত এই লেখমালা গুলি সে এলাহাবাদ প্রশস্তিই হোক কিংবা নাশিক প্রসস্তি অথবা দেওপাড়া, আইহোল, গোয়ালিয়র প্রশস্তি সবকটিতেই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার অভাব স্পষ্টতই চোখে পড়ে, তথাপি প্রাচীন ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের এক আংশিক প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে।

নির্দেশমূলক লেখমালা -- নির্দেশমূলক লেখ মালার মধ্যে অন্যতম ছিল অশোকের অনুশাসন সমূহ, তবে এক্ষেত্রে এই নির্দেশমূলক লেখ মালা গুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভাষাগত আঞ্চলিকতা। যেমন প্রাকৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী

RAHUL SIR HISTORY

লেখ। আবার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লেখাগুলিতে খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে পাশাপাশি **বলখ্ অঞ্চলের প্রজাদের জন্য অশোক গ্রীক ভাষা ও গ্রীক লিপি ব্যবহার করেছেন। আরামিক লেখ'র ব্যবহারও এক্ষেত্রে পাওয়া যায়।**

ভূমিদান সম্পর্কিত লেখমালা -- প্রাচীন ভারতের বেশিরভাগ সরকারি লেখাগুলি ভূমি দান সম্পর্কিত এই লেখকগুলির সাধারণত তিনটি ভাগ-

a) **উপক্রমণিকা** 👉 [এখানে সাধারণত দাতা বা রাজার বংশতালিকা থাকতো আর থাকতো দাতা সম্পর্কে দু চারটে বক্তব্য।]

b) **দান বর্ণনা বা মূল অংশ** 👉 [গ্রহীতা বা সেবাইতের বংশ পরিচয় দানের উদ্দেশ্য জমির মূল্য ও জমি হস্তান্তরের নানান খুঁটিনাটি তথ্য থাকতো এখানে]

c) **উপসংহার** 👉 [এখানে থাকত সেই দান, যাতে আর কোনো ব্যক্তি বা রাজা আত্মসাৎ করতে না পারেন সেই সম্পর্কে কিছু সতর্কবাণী]

বেসরকারি লেখমালা

ভূমিদান, মন্দির, স্তুপ বা মূর্তিলেখ -- প্রাচীন ভারতীয় লেখমালার সিংহভাগই কিন্তু বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছে। ভূমিদান, মন্দির, স্তুপ বা মূর্তি প্রতিষ্ঠা এই ধরনের কাজে এই লেখগুলি ব্যবহার হতো।

এগুলি মূলত খোদিত হতো -- **শিলাস্তম্ভে, তামার পাতে, স্তুপ ও মন্দিরের দেওয়ালে, মূর্তির পাদপৃষ্ঠে।**

এই ধরনের লেখগুলিতে সন তারিখের উল্লেখ থাকতো কখনো কখনো রাজা ও তার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে দু-চার লাইন কথাও বলা থাকত।

কিন্তু এই লেখগুলির আসল গুরুত্ব ছিল অন্যখানে। এই লেখগুলি বিশেষ মন্দির স্তূপ ও মূর্তির সময় সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মের প্রভাব এর উপর আলোকপাত করে। সংস্কৃত ও প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের অবনতি বা অগ্রগতির ধারাটির সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটায়।

মূল্যায়ন -- অপূর্ণতা আছে ত্রুটিও আছে তবুও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই লেখমালার গুরুত্ব অপরিসীম। নিছক রাজনৈতিক ইতিহাসের আলেখ্য নয়, প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক আর্থসামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্মিলনে লেখমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন এরান স্তম্ভ লেখ থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের সতীদাহ প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হই, তেমনি রাজাদের রাজত্বের পরিমাপ জানার জন্য ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এই লেখমালা হচ্ছে ইতিহাসের এক অনাবিল আলোকবর্তিকা।

RAHUL SIR HISTORY

Evaluate the importance of Numismatics for the reconstruction of early Indian history.?

A: **"মুদ্রার উল্টো পিঠে আমি যাব না কভু তবু আসবো**

ফিরে ফিরে....

মুদ্রা ভেসে উঠে কভু

ভেসে যায় স্রোতে

ক্ষণে ক্ষণে পায় বাস্তব বাতাসের পরশ"

উপরের কবিতার এই চারটে পংক্তির কাব্যিক প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে যদি মুদ্রার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় মুদ্রার গুরুত্ব বাস্তব ইতিহাসের এক বস্তুনিষ্ঠ উপাদান- যার সাহায্যে ইতিহাস পুনর্লিখন যেমন সম্ভব; একইভাবে সমকালীন যুগের অর্থনৈতিক পরিসরের এক পক্ষপাতহীন ইতিহাস দর্শন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর এই ভাবনা থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় মুদ্রার গুরুত্বকে নিম্নলিখিতভাবে আমরা দিকনির্দেশ করতে পারি----

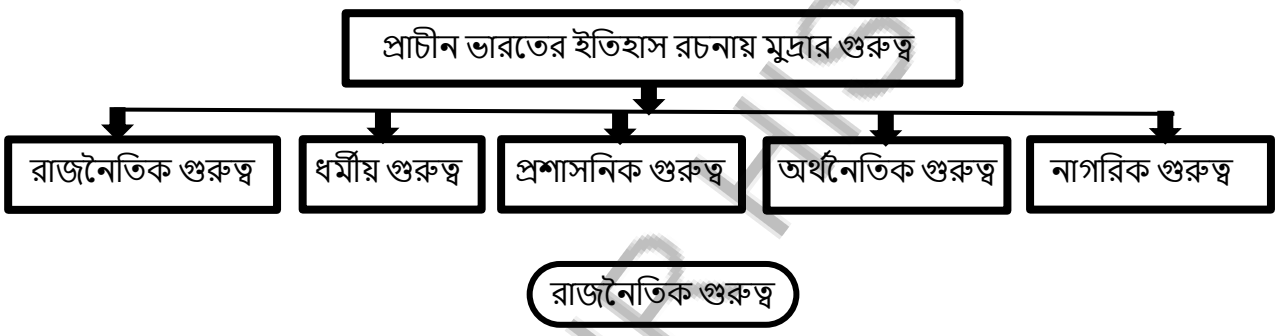

বৈদিক যুগ:

বৈদিক যুগে পশুচারণ অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বা পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজ ও সভ্যতার সম্প্রসারণ এর নিরিখে অভিজাত ব্যক্তিরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক মর্যাদার দ্যোতক হিসাবে প্রথম দিকে "গো-ধন" ও পরে "নিষ্ক" "শতমান" প্রভৃতি স্বর্ণ নির্মিত উপকরণ ব্যবহার করত। কারণ দীর্ঘ খনন কার্য চালিয়েও উত্তরের **কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ মৃৎপাত্র** (NBPW) পূর্বেকার কোন মুদ্রা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এ কথা স্বীকৃত যে **"অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা"**(Punch Marked Coin) এবং উত্তরে **কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ মৃৎপাত্র** সমসাময়িক।

দ্বিতীয় নগরায়ন পর্ব:

বৈদিক-উত্তর যুগে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তৌলরীতি অনুযায়ী ধাতব মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর "**টাকাকড়ি আবির্ভাবের যুগ**" শীর্ষক রচনায় দেখিয়েছেন, যে এই মুদ্রা ভান্ডারের প্রাচীনত্ব তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুগের পটপরিবর্তনের শরিক। এই ধাতব মুদ্রা ছিল বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত '**কার্ষাপন**' বা '**কাহাপন**' এর সমার্থক।

পরবর্তী পর্ব:

দ্বিতীয় নগরায়ন পর্বের অংক চিহ্নিত মুদ্রা মৌর্য আমলের পাশাপাশি মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়িয়ে দাক্ষিণাত্য পশ্চিম ভারত সহ দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

RAHUL SIR HISTORY

আবার ইন্দোগ্রিক আমলে মুদ্রার যে রাজনৈতিক নির্মিতি কিংবা পরবর্তী পর্বে গুপ্ত আমলে ভারতীয় মুদ্রায় স্বর্ণের আধিক্য বা কুষান পর্বের স্বর্ণমুদ্রায় রাজনৈতিক প্রতিকৃতি নির্মাণ নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্বের এক পক্ষপাতহীন দলিল।

ধর্মীয় গুরুত্ব

আসলে মুদ্রায় অঙ্কিত দেবদেবীর মূর্তি রাজা-মহারাজাদের ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় অঙ্কিত প্রতিটি দেব মূর্তি স্বতন্ত্র - **স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেন** প্রভৃতি নামগুলি এক একজন স্বতন্ত্র দেবতার নামে।

আবার গুপ্তযুগে সম্রাটদের মুদ্রায় যে গরুঢ়ধ৪৪জের ছবি অঙ্কিত আছে তাতে তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশাসনিক গুরুত্ব

প্রাচীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় এক মনোগ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায় মুদ্রাগুলিতে।

- শক-পহ্লব রাজারা শাসনকার্যের জন্য যে সরকারি প্রশাসক নিযুক্ত করতেন, তার উৎস মুদ্রা।
- আবার কুষাণদের দুর্বলতার সুযোগে যৌধেয়রা যে রাজ্যটি স্থাপন করেছিল, সেটি যে একটি গণরাজ্য ছিল তার প্রমাণও মুদ্রা।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে মুদ্রাগুলিতে।

- দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত প্রচুর পরিমাণে রোমান মুদ্রা একদিকে যেমন ভারত-রোম বাণিজ্যে ভারতীয় আর্থিক বৃদ্ধির পরিচায়ক।
- **আরিকামেডুতে আবিষ্কৃত 'রোমান ফ্যাক্টরি' রোমান মুদ্রার 'অপহারে'র প্রতীক।**
- পাশাপাশি গুপ্ত পরবর্তী রাজাদের স্বর্ণমুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবনতির দিকটিকে চিহ্নিত করে।

নাগরিক গুরুত্ব

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার নাগরিক গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে 'মধ্যমিকা' শহরে গ্রিক অভিযানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই মধ্যবিকা শহরটির অবস্থান কোথায় ছিল তা বহুকাল পর্যন্ত আমাদের অজানা ছিল। কিন্তু চিতোরের কাছে 'নাগরী' নামে মধ্যমিকা নামাঙ্কিত কিছু তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে প্রাচীন ভারতের শহর ও নগর গুলোর অবস্থান চিহ্নিতকরণে মুদ্রার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত।

মূল্যায়ন

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় আসলে মুদ্রার অস্তিত্ব এক নির্ভেজাল সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে বর্ণনা করে; যা '**বস্তুনিষ্ঠতা**','**রাজার ইচ্ছে**' বা '**স্তুতি**' কোনটির উপরেই নির্ভরশীল নয়, বরঞ্চ নিরপেক্ষ ইতিহাস দর্শনের এক সমানুপাতিক পরিপূরক ছিল এই মুদ্রা।।

RAHUL SIR HISTORY